ইইএফ (আইসিটি) তহবিল ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১২

লক্ষ্য (Goal) ঃ বর্তমান বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) যুগ। বাংলাদেশে ICT খাতের প্রসার, শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে প্রযুক্তি খাতের সাথে সম্পৃক্তকরণ ও বিশ্ব তথ্য প্রবাহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য (Mission) ঃ তথ্য ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আইসিটি খাতকে অগ্রাধিকার (Thrust) সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের শিক্ষিত ও কর্মক্ষম যুবক শ্রেণীর কর্মসংস্থান তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও এর লক্ষ্য। এ খাতের প্রকল্পসমূহ অর্থায়নের জন্য Equity Entrepreneurship Fund (EEF) বাবদ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়াও আইসিটি খাতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং রপ্তানী বাজারে (Export Linkage) প্রবেশের জন্য পেশাগত দক্ষতা রয়েছে কিন্তু মূলধন স্বল্পতার কারণে প্রকল্প গ্রহণে সক্ষমতা নেই, এ ধরনের প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এই নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২। **সংজ্ঞা (Definition) ঃ**

২.১ "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্প" বলতে সেই সব প্রকল্প বুঝাবে যেখানে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, আদান-প্রদান অথবা সেবা প্রদান করা হয়। তবে ব্রডকাষ্টিং প্রকল্প (যেমন নাটক, টক শো, ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম ইত্যাদি প্রকল্প) অথবা বাণিজ্যিক ভিডিও প্রডাকশন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২.২ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত বলতে সে সমস্ত খাতকে বুঝাবে যে সমস্ত শিল্প/প্রযুক্তি খাত দেশের শিল্প ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.৩ "একুইটি" বলতে প্রকল্পে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলকে বুঝাবে যার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

২.৪ "আবেদনকারী কোম্পানী" বলতে দেশীয় আইসিটি (ICT) ব্যবসায় কমপক্ষে ১ (এক) বছর যাবৎ ব্যবসারত কোম্পানীকে বুঝাবে।

৩। **উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের (আবেদনকারী) আবশ্যকীয় যোগ্যতা ঃ**

৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য ইইএফ তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, আদান-প্রদান অথবা সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিবেচনা করা হবে। এছাড়া Call Center এবং Hardware Manufacturing প্রকল্পের জন্যও ইইএফ সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন করা যাবে। তবে ব্রডকাষ্টিং (টিভি, নাটক, টক শো, ম্যাগাজিন/বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি) কার্যক্রম ইইএফ সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ ইইএফ এর জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দেশের আইসিটি শিল্পে ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (আবেদন করার তারিখ থেকে পূর্ববর্তী ১ (এক) বছর)।

৩.৩ সফটওয়ার তৈরী/হার্ডওয়্যার তৈরী/কলসেন্টার/আইটিইএস সেবা প্রদান সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত পুরাতন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে আধুনিকায়ন ও কারিগরী মান উন্নয়নের জন্য তহবিল প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে।

৩.৪ ইইএফ এর আওতায় তহবিল প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে "কোম্পানী আইন ১৯৯৪" এর আওতায় নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হতে হবে।

বিদেশে নিবন্ধিত আইসিটি খাতের কোন কোম্পানী "কোম্পানী আইন, ১৯৯৪" এর আওতায় এদেশে নিবন্ধিত হলে এবং এদেশে ন্যূনতম ১ (এক) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকলে উক্ত কোম্পানীও ইইএফ সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩.৫ উক্ত কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হবেন বাংলাদেশী নাগরিক।

৩.৬ আবেদনকারী রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিকারক হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে অর্থাৎ ইআরসি গ্রহণ করতে হবে।

৩.৭ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh Association of Software & Information Service (BASIS)/Bangladesh Computer Samity (BCS)/Internet Service Provider (ISP) এর সদস্য হতে হবে এবং আবেদনপত্রের সাথে সদস্যের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৩.৮ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা পরিচালকদের অন্ততঃ ৩০% এর (Call Center এর ক্ষেত্রে ২০%) কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা থাকতে হবে অথবা কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট খাতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩.৯ আবেদনকারী কোম্পানীর নামে নিজস্ব ভূমি/ভবন/ফ্ল্যাট ইত্যাদি থাকলে এবং তা কোম্পানীর কাজে ব্যবহৃত হলে উক্ত সম্পদের মূল্যকে প্রকল্পে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হবে (ঐচ্ছিক) এবং তা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২৫% এর অধিক হবে না। এরূপ সম্পদের যাবতীয় মূল দলিলাদি আইসিবি'র নিকট গচ্ছিত থাকবে।

৩.১০ প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় (নীট চলতি মূলধনসহ) আইসিটি শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০.২০ কোটি টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা হতে হবে।

বিশেষ প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে কোন আইসিটি প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ৫.০০ কোটি টাকার অধিক হলেও তা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রকল্প ব্যয় ৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মেয়াদী ঋণ গ্রহণকারী প্রকল্পে একুইটির ৪৯% অথবা প্রকৃত ব্যয়ের ৩৩.৩৩% এর মধ্যে যেটি কম তা ইইএফ সহায়তা হিসেবে দেয়া হবে।

৩.১১ আইসিটি ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবসা সম্প্রসারণের নিমিত্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের বিষয়টি কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র ইইএফ সহায়তা পুরোপুরি গ্রহণকারী এবং নিজস্ব ও ইইএফ সহায়তার অর্থ প্রয়োজনীয় খাতসমূহে বিনিয়োগকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৩.১২ উদ্যোক্তা/কোম্পানীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ICT এর উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নসহ উৎপাদিত Product বাজারজাতকরণে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

৩.১৩ প্রতিষ্ঠানে কারিগরী যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ৮ (আট) জন হতে হবে। এরূপ কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের মধ্যে ন্যূনতম ৩০% এর (Call Center এর ক্ষেত্রে ২০%) কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অথবা তথ্য প্রযুক্তি খাতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩.১৪ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কারিগরী অবকাঠামো (Computer, Printer, UPS, IPS, Generator, LAN, Web site) ইত্যাদি থাকতে হবে।

৩.১৫ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মূল্যায়নে যে সকল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কারিগরী, আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক হবে মর্মে প্রতিপন্ন হবে, সে সকল প্রতিষ্ঠান তহবিল প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

৩.১৬ বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে হিসাব পরিচালনায় উদ্যোক্তাগণের আর্থিক লেনদেনের সক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রত্যয়ন পত্র সংযোজন করতে হবে।

৩.১৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) কর্তৃক ঘোষিত কোন ঋণখেলাপী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) এর জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়া ইইএফ এর কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ইইএফ সহায়তা গ্রহণকারী কোন প্রকল্প যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয়, স্থবির হয়ে পড়ে বা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেসব প্রকল্পের উদ্যোক্তা(গণ) আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইইএফ সহায়তার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট

৩.১৮ প্রকল্পটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত দিক থেকে Viable হতে হবে ।

৩.১৯ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের শর্তাবলী এবং সরকারী নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে অনিবাসী (NRB) বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ।

৩.২০ প্রকল্প মূল্যায়নকালে প্রকল্পটির ন্যূনতম IRR (Internal Rate of Return) ১৫%, Return on Equity (ROE) ১৫%, SWOT analysis ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানের হতে হবে ।

৪ । প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে দাখিলযোগ্য দলিলাদি ঃ

৪.১ আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ আইসিবি এর ঢাকাস্থ সদর দফতর থেকে আবেদনপত্রের সাথে ফি হিসেবে প্রদেয় ৫,000.00 (পাঁচ হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে বিস্তারিত গাইডলাইনসহ আবেদন ফরম ক্রয় করতে পারবেন । আবেদনপত্রের ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আইসিবি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটে প্রেরণ করবে ।

৪.২ প্রস্তাবিত প্রকল্পের ৩ (তিন) কপি সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Feasibility Report) সমর্থিত কাগজপত্রসহ আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে ।

৪.৩ আয়কর বিভাগে পেশকৃত উদ্যোক্তাগণের সম্পদ বিবরণী (আয়কর বিভাগ কর্তৃক সত্যায়িত) আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে ।

৪.৪ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ ৪.২ এবং ৪.৩ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ কাগজপত্র / দলিলাদিসহ জমা দিতে হবে ।

৪.৫ অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র কোন অবস্থাতেই সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) এর জন্য প্রক্রিয়াকরণে বিবেচনা করা যাবে না ।

৫ । আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া ঃ

৫.১(ক) ইইএফ এর অধীন আইসিটি তহবিলের জন্য দাখিলকৃত আবেদনসমূহের কারিগরী ও আর্থিক বিষয়সমূহ মূল্যায়নের জন্য পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন (ফিন্যান্সিয়াল এনালিষ্ট ও আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তিবর্গের (Expert Panel) সমন্বয়ে "কারিগরী-আর্থিক ও মূল্যায়ন কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হবে ।

উক্ত কমিটি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের একুইটি তহবিলের জন্য আবেদন ফরম, সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন, কারিগরী যোগ্যতাসহ আর্থিক ও বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদি যাবতীয় প্রাসংগিক বিষয়াদি বিবেচনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রার্থিত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুরীর ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করবে ।

উক্ত কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১	মহাব্যবস্থাপক, ইইএফ, আইসিবি, ঢাকা	আহবায়ক/সভাপতি
২	মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি এন্ড ডিপোজিটরি, আইসিবি	সদস্য
৩	মহাব্যবস্থাপক, ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৪	বেসিস এর প্রতিনিধি	সদস্য
৫	আই,এস,পি এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বিসিএস এর প্রতিনিধি	সদস্য
৭	সিনিয়র সিস্টেমস এনালিষ্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৮	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ইইএফ নন-এগ্রো ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি	সদস্য-সচিব

৫.১(খ) কমিটির সভায় প্রস্তাবিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে ।

৫.২ । প্রকল্প আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ঃ

৫.২(ক) ICT বিষয়ক প্রকল্পসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বুদ্ধিভিত্তিক মানবসম্পদ সংক্রান্ত ব্যয়কে প্রকল্প ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যাবে । তবে এ ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫% এর বেশী হবে না ।

৫.৩ এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর "কারিগরী-আর্থিক ও মূল্যায়ন কমিটি" আইসিবি'র নির্ধারিত মঞ্জুরী কমিটির নিকট সুপারিশ/প্রতিবেদন পেশ করবে । আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ না করার ক্ষেত্রে উক্ত আবেদনকারীকে আবেদনপত্র দাখিলের পরবর্তী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করতে হবে ।

৬ । সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) অনুমোদন ঃ

৬.১ তহবিল মঞ্জুরীর সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য "কারিগরী-আর্থিক ও মূল্যায়ন কমিটি "এর মতামত/সুপারিশ মঞ্জুরী বোর্ড এর নিকট উপস্থাপন করা হবে । মঞ্জুরী বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ হবে ঃ

১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক/তাঁর অনুপস্থিতিতে সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, আইসিবি	আহবায়ক/সভাপতি
২	নির্বাহী পরিচালক, ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সিস্টেমস ম্যানেজার, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৫	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, বেসিস	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি	সদস্য
৯	মহাব্যবস্থাপক, ইইএফ, আইসিবি	সদস্য-সচিব

বোর্ডের সদস্যগণ স্বয়ং উপস্থিত থেকে এ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করবেন । বোর্ডের আহবায়কসহ মোট ৪ (চার) জন সদস্যের দ্বারা কোরাম গঠিত হবে । কোরাম কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে ।

৬.২ উপযুক্ত বিবেচিত হলে উক্ত বোর্ড কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অংকের তহবিল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিবেচনার জন্য ১৫ (পনের) দিন সময়ের মধ্যে মঞ্জুর করা হবে এবং তদনুযায়ী মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করা হবে ।

৭ । সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) এর অর্থ বরাদ্দের শর্তাবলী ঃ

৭.১ ইইএফ এর আওতাধীন তহবিল ব্যবস্থাপনা আইসিবি-এর দ্বারা নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে ।

৭.২ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরীর পর অর্থ ছাড়/প্রদানের সময় উদ্যোক্তাকে আইসিবি এর নিকট প্রযোজ্য বৈশিষ্ট্য সম্বলিত Memorandum of Association and Articles of Association এর কপি দাখিল করতে হবে ।

৭.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিবেচনাপূর্বক মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কিস্তিতে বিতরণ করা হবে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৮ । **ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি), সহযোগিতাকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা কোম্পানীর পরিপালনীয় বিষয়ঃ**

৮.১ যে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ইইএফ হতে একু্যইটি সহায়তা গ্রহণের সাথে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মেয়াদী ঋণ এবং/অথবা চলতি মূলধন ঋণ নিতে চান সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে । আর যে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ইইএফ সহায়তা গ্রহণ করতে চান সে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণকে তাদের পছন্দের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবেদন পত্র আইসিবিতে জমা দিতে হবে ।

৮.২ যে সমস্ত উদ্যোক্তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ছাড়া ইইএফ সহায়তা গ্রহণ করে প্রকল্প স্থাপন করতে ইচ্ছুক/আগ্রহী, তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথাযথ উপায়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে ।

৮.৩ ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়করণের পূর্বে সহযোগিতাকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বিনিয়োগ চুক্তিতে (Investment Agreement) আবদ্ধ হলে, তার ০৩ (তিন) কপির এক কপি আইসিবি এর ইইএফ ডিভিশনে সংরক্ষিত থাকবে । এছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করবে ।

৮.৪ ইইএফ এর টাকা যাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত ছাড় করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রকল্পে উদ্যোক্তার একু্যইটির সম্পূর্ণ অংশ (১০০%) বিনিয়োগ হওয়ার পর অন্যান্য শর্তাদির পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত ইইএফ সহায়তার অর্থ সরাসরি উদ্যোক্তাকে প্রদানের উদ্দেশ্যে আইসিবি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে । যে সকল প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ নাই এবং ভূমি ও ভূমি উন্নয়ন ব্যয় (যদি থাকে) মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০% বা তার নীচে, ঐ সকল প্রকল্পে উদ্যোক্তার প্রদেয় একু্যইটির ৮০% বিনিয়োগ হলে, অন্যান্য শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে উদ্যোক্তা মূল্যায়নকারী ব্যাংকের মাধ্যমে আইসিবি'র নিকট ইইএফ সহায়তার জন্য সুপারিশ/প্রস্তাব করলে আইসিবি মঞ্জুরীকৃত ইইএফ সহায়তার অংশ বিশেষ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবে ।

৮.৫ ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি ছাড়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে । সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ বিষয়টি মনিটর/নিশ্চিত করবে ।

৮.৬ আইসিবি হতে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করার পর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইইএফ ডিভিশন, আইসিবি এর অনুকূলে সমপরিমাণ অংকের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে ।

৮.৭ প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশের সমমূলধনের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইইএফ সমমূলধন সহায়তার অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে ।

৮.৮ ইইএফ সহায়তার উপর প্রাপ্ত লভ্যাংশের ২৫% সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৭৫% ইইএফ প্রাপ্য হবে । তবে ব্যবসার ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতির ভার বহন করবে না ।

৮.৯ ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি ছাড়ের তারিখ হতে ৮ (আট) বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নামে কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ ক্রয় পূর্বক ফেরৎ (Buy-back) নিবে । প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে অভিহিত মূল্যে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ার বাই-ব্যাক করা যাবে (ঐচ্ছিক) । তিন বৎসর অতিবাহিত হবার পর পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে শেয়ার বাই-ব্যাকের ক্ষেত্রে কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্য এবং ব্রেকআপ ভ্যালুর মধ্যে যেটি বেশী হবে সে মূল্যে উক্ত শেয়ারসমূহ বাই-ব্যাক করতে হবে । প্রথম তিন বৎসর অতিবাহিত হবার পর শেয়ার বাই-ব্যাকের ক্ষেত্রে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি ছাড়ের তারিখ হতে ৩ (তিন) বৎসর অন্তে ৪র্থ বৎসরে মোট সরকারী শেয়ারের ১০%, ৫ম বৎসরে ১৫% এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বৎসরে প্রতি বৎসর ২৫% হারে (মোট সরকারী শেয়ারের) শেয়ার বাই-ব্যাক করতে হবে । ৮ (আট) বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর অবিক্রিত শেয়ারসমূহ ইইএফ ডিভিশন অভিহিত মূল্য, ব্রেকআপ মূল্য বা আইসিবি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ হবে সে মূল্যে আগ্রহী শেয়ার হোল্ডারগণ বা অন্য কোন ব্যক্তি/কোম্পানীর নিকট বিক্রি করতে পারবে । তবে কোন কোম্পানী ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ সরকারী শেয়ার ৪ বৎসরের পূর্বে এবং এর চেয়ে কম সংখ্যক কিস্তিতেও বাই-ব্যাক করতে পারবে ।

শেয়ার বাই-ব্যাক এর ক্ষেত্রে ইইএফ সার্কুলার নং-৭ তারিখ ঃ ২১/১০/২০০২ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এ বর্ণিত নির্দেশনাও অনুসরণ করতে হবে ।

যে কোন কারণে প্রকল্প বন্ধ/বাস্তবায়ন স্থগিত হলে ইইএফ সহায়তা হিসেবে বিতরণকৃত অর্থ নোটিশ ইস্যুর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফেরত দিতে হবে ।

৮.১০ কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের অনুষ্ঠেয় সভার লিখিত নোটিশ (আলোচ্যসূচীসহ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠানের ৩(তিন) কার্যদিবস পূর্বে এবং বিশেষ /জরুরী সভার ক্ষেত্রে ১(এক) কার্যদিবস পূর্বে প্রেরণ করতে হবে । সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি অথবা ইইএফ ডিভিশন কর্তৃক নোটিশটি গৃহীত হলে তা যথাযথভাবে প্রেরিত হয়েছে মর্মে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে সভার কার্যক্রম আলোচ্যসূচী অনুসারে সম্পন্ন করা যাবে।

৮.১১ ইইএফ সহায়তা/সুবিধাভোগী কোম্পানী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি বা ইইএফ সার্কুলারের পরিপন্থী বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না । তাছাড়া আইসিবি'র ইইএফ ডিভিশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে সুবিধাভোগী কোম্পানী কর্তৃক -

ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার জন্য কোন এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না;
খ) কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের কোন পরিবর্তন করা যাবে না;
গ) কোন ব্যক্তি/কোম্পানীকে ঋণ দেয়া যাবে না; এবং
ঘ) কোম্পানীর পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারের কোন পরিবর্তন করা যাবে না ।

৮.১২ ইইএফ ডিভিশন/সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অবহিত না করে ব্যবসায়িক ঠিকানা পরিবর্তন বা ব্যবসা বন্ধ করা যাবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে ।

৮.১৩ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরীকৃত/নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে । বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট, আইসিবি'র ইইএফ ডিভিশন বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শনের লক্ষ্যে কোম্পানীকে হিসাব বহিসমূহ ও প্রাসঙ্গিক দলিলাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহে কোম্পানী বাধ্য থাকবে । কোম্পানীকে প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর সমাপনান্তে পরবর্তী ৪(চার) মাসের মধ্যে কোম্পানীর স্বীকৃত নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতি হিসাব সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত দাখিল করতে হবে ।

৮.১৪ প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রকল্পের সমুদয় সম্পদ অগ্নিকান্ড,বন্যা,ভূমিকম্প,দাঙ্গা,সাইক্লোন ইত্যাদির বিপরীতে বীমাকৃত থাকতে হবে । সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম বা চাহিদা মোতাবেক কোম্পানীকে ঋণ/বীমা সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশনের নিয়মাবলী পরিপালন করতে হবে ।

৮.১৫ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ইইএফ সহায়তার অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ না করলে/ব্যবসা বন্ধ করলে বা প্রকল্পের অস্তিত্ব না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করে বিনিয়োগ চুক্তি বাতিলক্রমে ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত অর্থ ঋণে রূপান্তর করে তা আদায়ের জন্য দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় যথাযথ আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে ইনভেষ্টমেন্ট এগ্রিমেন্টে সুস্পষ্ট শর্ত আরোপ করতে হবে ।

৮.১৬ এ নীতিমালা পরিপালন করার লক্ষ্যে কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে ।

৯ । **<u>প্রকল্প বাস্তবায়ন মূল্যায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ঃ</u>**

৯.১ ইইএফ ব্যবস্থাপনায় একটি উপযোগী সফটওয়্যার ব্যবহৃত হবে যার মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণসহ সার্বিক মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদিত হবে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৯.২ ইইএফ ডিভিশন কর্তৃক তহবিল গ্রহণকারী উদ্যোক্তার হিসাবে নির্ধারিত সময়ান্তে (বাৎসরিক) পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩ এ নীতিমালার উদ্দেশ্য ও নীতি কৌশলের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, সার্কুলারের যথাযথ সংশোধনী আনয়ন বা সংযোজনী করা যাবে।

৯.৪ ICT খাতের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে যথা উপায়ে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইসিবি, বিসিসি, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক কমিটি ইইএফ (আইসিটি) এর কার্যক্রম মূল্যায়ন, নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট প্রধান কার্যালয় ঢাকা
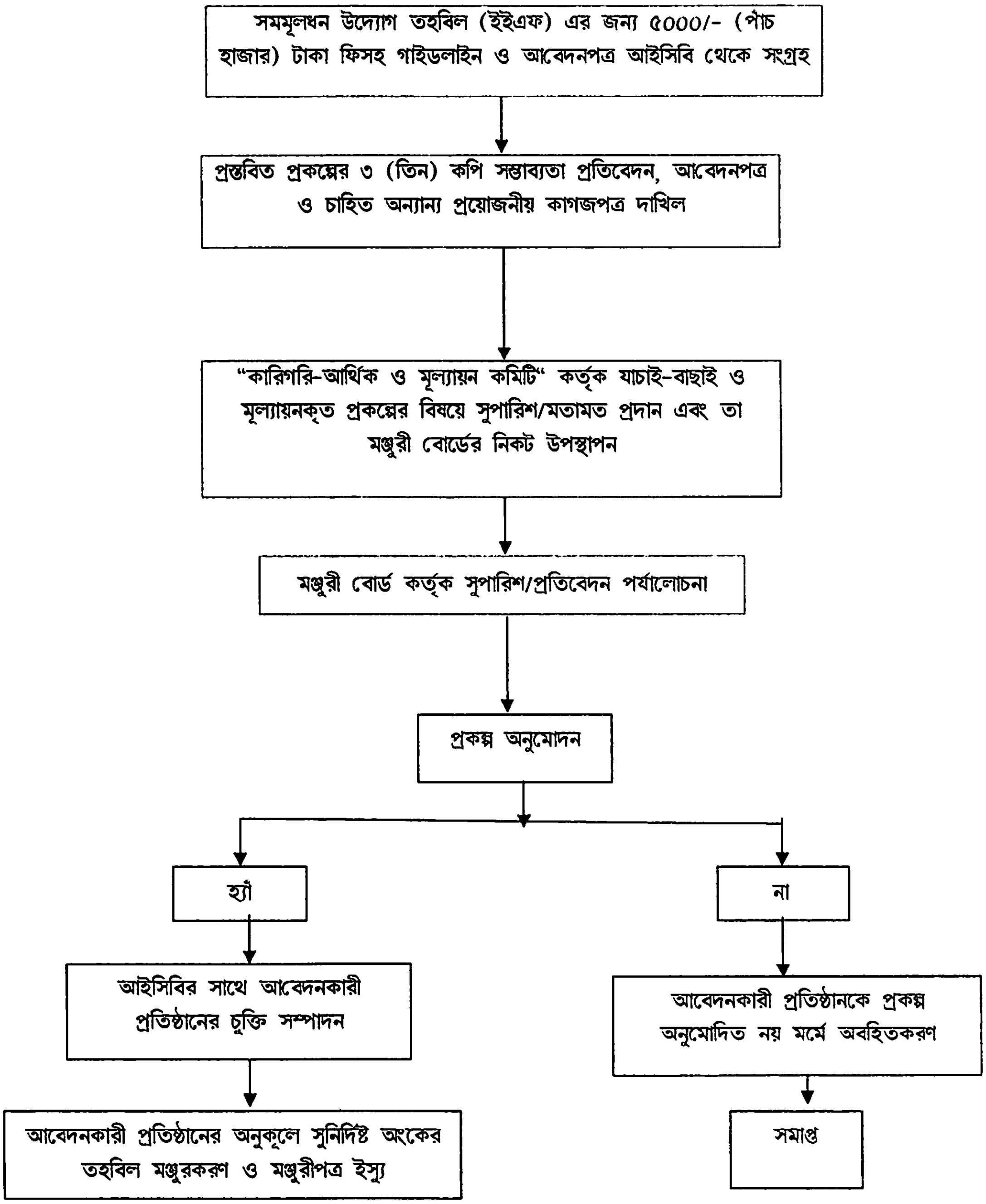
সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) আইটি নিষ্পত্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ঃ